গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ভেটেরিনারি হাসপাতাল, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা এর ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ১ম অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ডা. মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, ইউএলও, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ , কুমিল্লা
সভার তারিখ : ১৪/০৭/২০২২ খ্রি.
সভার স্থান : উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সভা কক্ষ।
সময় : বেলা ১১.০০ ঘটিকা।

সভার উপস্থিতি পরিশিষ্ট - "ক" দ্রষ্টব্য।

সভার প্রারম্ভে অংশগ্রহণকৃত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন।
বিগত সময়ের সব হিসাব-নিকাশ বাতিল করে আমাদের দরজায় এখন যে শিল্পবিপ্লবটি কড়া নাড়ছে, সেটি হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, যার গতির দৌড় কল্পনার চেয়েও বেশি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবটির ভিত হচ্ছে 'জ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'ভিত্তিক কম্পিউটিং প্রযুক্তি। রোবটিক্স, আইওটি, ন্যানো প্রযুক্তি, ডেটা সায়েন্স ইত্যাদি প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে নিয়ে যাচ্ছে অনন্য উচ্চতায়। ইন্টারনেট প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর মেশিন লার্নিংয়ের কল্যাণে এখন যে বিপ্লব শুরু হয়েছে তাকেই বলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব।

অত:পর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সদস্য, অংশীজন নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেন।
১। সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের মধ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লববিষয়ক ধারণা প্রদান এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত অগ্রসরমান প্রযুক্তি সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার করতে হবে।
২। এক গবেষণা অনুযায়ী, আগামী দুই দশকের মধ্যে মানবজাতির ৪৭ শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে হবে। ২০৩০ সাল বছরটি আমাদের সর্বোচ্চ কর্মক্ষম মানুষের দেশ (১৫ থেকে ৬৪ বছর) হওয়ার বছর। এ সুযোগকে আমরা বলি 'গোল্ডেন অপরচুনিটি ফর বাংলাদেশ'। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ গোল্ডেন অপরচুনিটিকে কাজে লাগানোর জন্য এখনই দেশের চাহিদা ও প্রযুক্তিভিত্তিক মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে।
৩। সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্লাউড সার্ভার, ইন্টারনেট অব থিংস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এর আওতায় আনতে হবে।
৪। সকল দপ্তর/সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য একটি প্রকল্প পাইলটিং আকারে বাস্তবায়ন করতে হবে। পরবর্তীকালে পাইলট প্রকল্পের কার্যকারিতা বিবেচনায় তা সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়ন করা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা
৫। প্রয়োজন।চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক দিক মোকাবিলা করে এর সুযোগ কাজে লাগানোর নিমিত্ত প্রাণিসম্পদ সেক্টরে উদ্ভাবনমূলক কর্মপদ্ধতি ডিজাইন এবং চালু করতে হবে। সরকারী – বেসরকারী কোম্পানি, নাগরিক সমাজ, যুবসমাজ, উদ্যাক্তা, রাজনীতিবিদ, নবিন-উদ্যাগ এবং সমাজের সব স্তরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।
৬। কেবল পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের প্রাণিসম্পদ খামারীদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে খামার ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরবরাহ, প্রাণিচিকিৎসা ক্ষেত্রে চতুর্থ বিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে।

সভায় গঠনমূলক মতামত প্রদান করার জন্য সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/০৭/২০২২
ডা. মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ , কুমিল্লা।

স্মারক নং: ৩৩.০১.১৯৩৩.০০০.০৬.০০৭.২২.১৪৮ তারিখঃ ১৪/০৭/২০২২ খ্রি.

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:
০১। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কুমিল্লা।
০২। সংশ্লিষ্ট নথি।